ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 20 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৭৬ ● কলকাতা ● ১৫ আষাঢ়, ১৪৩২ ● সোমবার ● ৩০ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

নন্দীগ্রামে ধরাশায়ী তৃণমূল, ভোটে নিরঙ্কুশ জয় বিজেপির!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চাকা ঘুরল সেই নন্দীগ্রামেই। পূর্ব মেদিনীপুরে সমবায় ভোটে এবার নিরঙ্কুশ পেল বিজেপি। খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল! 'আমাদের কর্মীরা নন্দীগ্রামে লাড্ডু বিতরণ করবেন', ঘোষণা করলেন উচ্ছ্বসিত শুভেন্দু অধিকারীরা।

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি ২ নম্বর ব্লকের দক্ষিণ পাইকবাড় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি। আসনসংখ্যা ৪৪। ভোটাভুটিতে ৩৭ আসনেই জিতেছেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। বাকি ৭ আসন গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। এখন নিয়মাফিক যাঁরা ডেলিগেট পদে নির্বাচিত হন, তাঁরাই সমবায় সমিতির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস বা পরিচালন সমিতিতে থাকেন। তবে সবাই নন, এক্ষেত্রে সংখ্যাটা ১৮। আঠেরো জনের সেই তালিকায়

এরপর ৩ পাতায়

দলের বিবৃতির পরেও অবস্থানে অনড় কল্যাণ, মহুয়াকেও আক্রমণ তৃণমূল সাংসদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কসবার ল' কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। এই আবহে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন কল্যাণ বন্দেয়াপাধ্যায় । এদিনও ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, সাংসদ মহুয়া মৈত্রর মন্তব্যের জবাব দিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। শুধু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই নয়। এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন কামারাহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। তৃণমূলের দুই হেভিওয়েট নেতার মন্তব্যের দায় নিতে নারাজ। গতকালই তারা তা স্পষ্ট করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক পেজে লেখা হয়েছে- "সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনা প্রসঙ্গে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক মদন মিত্র যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত। দল তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে কোনোভাবেই একমত নয় এবং এই মন্তব্যগুলিকে কড়াভাবে নিন্দা করছে। এই ধরনের বক্তব্য কোনওভাবেই দলের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না।" কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের বিবৃতির পরেও অবস্থানে অনড় শ্রীরামপুরের সাংসদ। এদিন তিনি বলেন, "জিরো টলারেন্সের কথা বলছেন। জিরো টলারেন্স ঘটনা ঘটার আগে না পরে? এই ঘটনা আমি মানতে পারছি না। যতই গালিগালাজ করুন, আমি প্রতিবাদ করবই। নিরাপত্তার কথা বলছেন, নেতাদেরই তো নিরাপত্তা দেওয়া উচিত। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়, তাহলে কী হবে।" এখানেই নয়, নারী বিদ্বেষী মন্তব্যের পাল্টা মহুয়াকে বেলাগাম আক্রমণ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "আমি নারীবিদ্বেষী নই, মহুয়া নারীবিদ্বেষী। মহুয়া এতটাই নারীবিদ্বেষী, কৃষ্ণনগরে কোনও মহিলাকে উঠতে দেননি। মহুয়া মৈত্রকে আমি ঘৃণা করি। নারী বিদ্বেষী বলে ফায়দা লুটতে চায়।"

তৃণমূলের মন্ত্রী-বিধায়ক-নেতাদের সঙ্গে সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় ধৃত মূল অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী মনোজিৎ মিশ্রের একাধিক ছবি সামনে এসেছে। এর আগেই বিতর্কিত মন্তব্য শোনা গিয়েছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। শুক্রবার তৃণমূল সাংসদ বলেন, "আরে সরকারি বলতে কি সব জায়গায় পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে? আপনারা বলছেন, যে প্রতিটা ইনস্টিটিউশনে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা তো হয় না, এটা কি হয় বলুন, এটা তো হয় না। যে যারা ঘুরছে, যাদের সঙ্গে ঘুরছে তাদেরও ঠিক করা উচিত কাদের সঙ্গে ঘুরছে, কাদের সঙ্গে ঘুরছে না।" এই মন্তব্যের পাল্টা সরব হন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। X হ্যান্ডেলে পাল্টা লেখেন, "ভারতে নারীবিদ্বেষ প্রায় সব দলেই আছে। তৃণমূলের পার্থক্য হল, এই ধরনের ঘৃণ্য মন্তব্য যেই করুক, আমরা তার নিন্দা করি।"

বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে এবার তৃণমূলের বিধায়ক মদন মিত্র কে শোকজ করল দল

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। সেই পরিস্থিতিতেই এবার কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রকে শোকজ করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দলীয় রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি মদন মিত্রকে শোকজের চিঠি পাঠিয়েছেন। ওই চিঠিতে তিন দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিধায়ককে।

জানা গিয়েছে, কসবার ঘটনায় মদন মিত্রের মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে নতুন করে।কামারহাটির বিধায়কের মন্তব্য দলের ভাবমূর্তিতে আঘাত করেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এবার মদন মিত্রকে শোকজ চিঠি পাঠানো হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কসবার ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খোলেন কামারহাটির বিধায়ক। তাঁর মন্তব্য যথেষ্ট বেফাঁস ও স্পর্শকাতর বলে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। তৃণমূলের পক্ষ থেকেও ওইদিন রাতেই একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে স্পষ্ট জানানো হয়, এই ধরনের মন্তব্য দলের অবস্থানের পরিপন্থী এবং সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

(১ম পাতার পর)

নন্দীগ্রামে ধরাশায়ী তৃণমূল, ভোটে নিরঙ্কুশ জয় বিজেপির!

জায়গা করে নিয়েছেন বিজেপি সমর্থিত ৩ জন! আবার নির্দলও ৩ জন। বাকি যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অবশ্য তৃণমূলেরই। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই সমবায় ভোটে ধরাশায়ী হতে হল শাসকদলকে।হাইকোর্টের নির্দেশে ভোট হল নন্দীগ্রামের কালীচরণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। ১২ আসনের মধ্যে ১২ টিতেই জিতলেন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরাই। একটি আসনও দখল করতে পারল না তৃণমূল। এই জয়ে রীতিমতো আনন্দের ঢেউ ওঠেছে গেরুয়াশিবিরে। ভোটের আগেই শুভেন্দু ঘোষণা করেছিলেন, 'সব আসনে জিতব, লাড্ডু বিতরণ করব'। বাস্তবে হলও তাই। এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আমি কলকাতায় যাচ্ছি, তবে আমাদের কর্মীরা নন্দীগ্রামে লাড্ডু বিতরণ করবেন'।

কালীচরণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে ভোটে হওয়ার কথা ছিল ১৫ জুন। কিন্তু নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভোট স্থগিত করে দেয় প্রশাসন। প্রতিবাদে শুভেন্দুর নেতৃত্বে পথে নামে বিজেপি। শেষে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে ভোট হল আজ, রবিবার। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র এলাকায় ছিল কড়া পুলিসি প্রহরা।

নয়া ছাত্রী এলেই টার্গেট করত মনোজিৎ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলেজে নতুন ছাত্রী ভর্তি হওয়ার পরই 'শিকার' খুঁজত মনোজিৎ মিশ্র। প্রথম বর্ষের ছাত্রীদের সঙ্গে যেচে 'বন্ধুত্ব' করত। তারপর সুযোগ বুঝে তাঁদের স্পর্শ তথা হেনস্তা করতেও ছাড়ত না সে। অনেকে কলেজে ওই প্রভাবশালীর কার্যকলাপে বিরক্ত হলেও ভয়ে অভিযোগ করতেন না।এদিকে, মনোজিতেরই সঙ্গী ধৃত জায়েব আহমেদের কাকা তিলজলার বাড়িতে জানান, কলেজে যে এতবড় একটা ঘটনা ঘটেছে ও সেখানে সে হাজিরও ছিল, বাড়ি ফিরেও ঘুণাক্ষরে তা কাউকে বুঝতে দেয়নি সে। বৃহস্পতিবার সকালে মনোজিৎ মিশ্রর বাড়ি যায় সে। তবে জায়েব নির্দোষ এমনটাও দাবি করছে না পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের মতে, অপরাধ হতে দেখলে সেখানে চুপ থাকাটাও অপরাধের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ঘটনার সময় জায়েবের কী ভূমিকা ছিল সেটা দেখা উচিত। এদিকে, অন্য অভিযুক্ত ছাত্র প্রমিত মুখোপাধ্যায়ের পরিবার এলাকায় সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিত। তাঁদের ছেলে কীভাবে এই গণধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল, তা নিয়ে ধন্দে পরিবার। তাজ্জব এলাকাবাসীও।কসবায় আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় পুলিশের তদন্তে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রর বিরুদ্ধে উঠে এসেছে একের পর এক তথ্য ও অভিযোগ।

পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্লাস সেভেন থেকে মনোজিতের মদ আর গাঁজার প্রতি আসক্তি। স্কুল ছাড়ানোর পরই দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় 'মস্তানি'। আর কলেজে ভর্তি হওয়ার পর মাঝেমধ্যেই কোমরে বেআইনি অস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ। সাহস এতটাই বেড়ে যায় যে, ফলস্বরূপ চেতলা ব্রিজের কাছে এক ব্যক্তিকে খুনের চেষ্টাও করে মনোজিৎ।

এছাড়াও একের পর এক মারপিট, ঝামেলা, এমনকী, অস্ত্র আইনের দু'টি মামলাও হয় মনোজিতের বিরুদ্ধে। মামলায় জড়িয়ে যাওয়ায় ওকালতি পড়তে গিয়েও চার বছরের জন্য পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় তার। এদিকে, প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড নেশা করার পর মনোজিৎ ওরফে পাপাই ওরফে ম্যাঙ্গোর বিভিন্ন কীর্তিতে বিরক্ত কালীঘাট রোডের বাসিন্দা তারই প্রতিবেশীরা। তাঁদের অভিযোগ, নেশা করে পাড়ার একের পর এক যুবতী ও তরুণীকে হেনস্তা করত মনোজিৎ। আর তার সঙ্গে করত তোলাবাজিও।

মনোজিতের মা ও বাবা আলাদা থাকেন। বাবা কালীঘাট অঞ্চলের দাপুটে প্রাক্তন সিপিএম নেতা রবীন মিশ্রর কালীঘাটে পেঁড়ার দোকান রয়েছে। সেই দোকানটিও তিনি দখল করেন বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। শুক্রবার রবীন মিশ্র জানান, তাঁর ছেলে রাজনীতির শিকার। তবে সে দোষী হলে যেন শাস্তি পায়। মনোজিতের মা জানান, তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছেন ছেলের কীর্তি শুনে। তবে এখনই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি নন তিনি।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, ছেলেকে মদত জোগাতেন বাবা। তাই ২০১৪ সালে আলিপুরের রাখালদাস আঢ্যি রোডে এক ব্যক্তিকে ছুরি দিয়ে খুনের চেষ্টা করে। ওই বছরই সে আইন কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু মামলার হাত থেকে বাঁচতে উধাও হয়ে যায়। চারবছর পর ফের ২০১৮ সালে ওই আইন কলেজে ভর্তি হয়। কালীঘাটে পালান নামে এক যুবক ও কসবায় এক ছাত্রকে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখায়। গত বছর টালিগঞ্জেও একই ধরনের অভিযোগ হয়। এছাড়া যৌন হেনস্তারও একটি অভিযোগ হয় তার বিরুদ্ধে। আলিপুর আদালতেও এক মহিলা আইনজীবীকে মারধরের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে উঠেছিল।

এমন কোনো দুষ্কর্ম নেই যার সঙ্গে মনোজিতের সম্পর্ক নেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- কসবা কাণ্ডের পরে খবরের শিরোনামে তৃণমূল নেতা মনোজিৎ। এই মনোজিতের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রথমসারির বহু নেতার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। এবার একে একে প্রকাশ্যে আসছে এই কুখ্যাত অপরাধীর কাজকর্ম। কলেজে নতুন ছাত্রী ভর্তি হওয়ার পরই 'শিকার' খুঁজত মনোজিৎ মিশ্র। প্রথম বর্ষের ছাত্রীদের সঙ্গে যেচে 'বন্ধুত্ব' করত। তারপর সুযোগ বুঝে তাঁদের স্পর্শ তথা হেনস্তা করতেও ছাড়ত না সে। অনেকে কলেজে ওই প্রভাবশালীর কার্যকলাপে বিরক্ত হলেও ভয়ে অভিযোগ করতেন না। পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্লাস সেভেন থেকে মনোজিতের মদ আর গাঁজার প্রতি আসক্তি। স্কুল ছাড়ানোর পরই দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় 'মস্তানি'। আর কলেজে ভর্তি হওয়ার পর মাঝেমধ্যেই কোমরে বেআইনি অস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ। সাহস এতটাই বেড়ে যায় যে, ফলস্বরূপ চেতলা ব্রিজের কাছে এক ব্যক্তিকে খুনের চেষ্টাও করে মনোজিৎ। মানুষ বলেন,মাথার উপর রাজনৈতিক হাত থাকায় পুলিশ রীতিমত তাকে সমঝে চলতো।এছাড়াও একের পর এক মারপিট, ঝামেলা, এমনকী, অস্ত্র আইনের দু'টি মামলাও হয় মনোজিতের বিরুদ্ধে। মামলায় জড়িয়ে যাওয়ায় ওকালতি পড়তে গিয়েও চার বছরের জন্য পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় তার। এদিকে, প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড নেশা করার পর মনোজিৎ ওরফে পাপাই ওরফে ম্যাঙ্গোর বিভিন্ন কীর্তিতে বিরক্ত কালীঘাট রোডের বাসিন্দা তারই প্রতিবেশীরা। তাঁদের অভিযোগ, নেশা করে পাড়ার একের পর এক যুবতী ও তরুণীকে হেনস্তা করত মনোজিৎ।

সম্পাদকীয়

ফের ইউনুসের বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন

ইউনুসের বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত। এবার হিন্দু নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় কুমিল্লা থেকে ঢাকা। স্থানীয়রা অভিযুক্তকে ধরে গণপিটুনিও দিয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই শনিবার গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদল শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করে।মুরাদনগর থানার ওসি জাহিদুর রহমান বলেন, "ফজর আলিকে আসামি করে শুক্রবার মামলা করেছেন এক হিন্দু নারী। বাদীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে।" মামলায় বলা হয়েছে, সপ্তাহ দুয়েক আগে ওই নারী বাবার বাড়ি বেড়াতে যান। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার পর ওই নারীর বাবা-মা বাড়ির বাইরে যান। তখন ফজর আলি বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে ধর্ষণ করে। পরে স্থানীয়রা এসে ফজর আলিকে ধরে মারধর করে এবং কেউ কেউ ভিডিও করে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেয়। ওই নারী জানান, টাকা ধার নেওয়া নিয়ে ফজর আলির সঙ্গে তাদের পরিবারের পরিচয় ঘটে। সেই সূত্রেই ধরেই ফজর আলি বাড়িতে প্রবেশ করে।জগন্নাথ হল থেকে মিছিলটি বের হয়ে রাজু ভাস্কর্য, ভিসি চত্বর হয়ে ফের রাজু ভাস্কর্যে গিয়ে শেষ হয়। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে জামাত ইসলামি। রবিবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ডা. শফিকুর রহমান এই ঘটনার কঠোর নিন্দা জানান। তিনি লেখেন, 'কুমিল্লার মুরাদনগরে একজন নারীর উপর পাশবিক নির্যাতন একান্তই লজ্জাজনক একটি ঘটনা। লম্পটদের যে কোনও মূল্যে পাকড়াও করে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং কঠোর শাস্তি দিতে হবে।"

জানা গিয়েছে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগরে নিজের বাপের বাড়িতে এসেছিলেন ওই মহিলা। তাঁর গলায় ছুরি ধরে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত ফজর আলিকে স্থানীয় লোকজন আটকে মারধর করেন। ফজর-সহ পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার রাতে ফজর এলাকার একটি বাড়ির দরজা ভেঙে তাঁকে ধর্ষণ করে। তিনি শুক্রবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেন পুলিশ সুপার নাজির আহমেদ খান। ধৃতদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত ফজর আলিকে রবিবার ভোরে ঢাকার সায়েদাবাদ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধর্ষণের ভিডিও ভাইরাল করার অভিযোগে অন্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের নাম মহম্মদ সুমন, রমজান আলি, মহম্মদ আরিফ ও মহম্মদ অনীক। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বাড়ি মুরাদনগর উপজেলায়।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার দোয়াত-কলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ছাত্ররা বাড়িতে বাংলা বা সংস্কৃত গ্রন্থ, শ্লেট, দোয়াত ও কলমে সরস্বতী পূজা করত। ইংরেজি ম্লেচ্ছ ভাষা হওয়ায় সরস্বতী পূজার দিন ইংরেজি বইয়ের পূজা নিষিদ্ধ ছিল। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার প্রচলন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সরস্বতী দেবী হলেও মেয়েরা অঞ্জলি দিতে পারত না। কিছু পণ্ডিতের মতে সমাজপতিরা ভয় পেতেন হয়তো এই সুযোগে ধর্মের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা গ্রেফতার এক বিজেপি নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাওড়া:- চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা। এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে হাওড়া থেকে এক বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করল আমডাঙা থানার পুলিস। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম হরিয়ম বাল্মিকী। তার বাড়ি হাওড়ার সাঁকরাইল থানার মানিকপুর এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আমডাঙার এক বিজেপি নেত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয় হরিয়মের। দু'জনেই একই দল করায় তাদের মধ্যে সখ্যতা তৈরি হয়। এরপর বিজেপি নেত্রীকে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব দেয় হরিয়ম। সে বিজেপির এসসি সেলের রাজ্য কমিটির সদস্য ছিল। ফলে, তার উপর বিশ্বাস জন্মায় বিজেপি নেত্রীর। চাকরির জন্য ১ লক্ষেরও বেশি টাকা দেন। কিন্তু জোটেনি চাকরি। এনিয়ে ৬ জুন হরিয়মের নামে আমডাঙা থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিতা। শনিবার রাতে তল্লাশি চলে হাওড়ার মানিকপুরে। সেখান থেকেই পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে। আজ তাকে বারাসত আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিস।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পাণ্ডু রাজার ঢিবি ও চন্দ্রকেতুগড় বিষয়ে বলা দরকার যে বহুল প্রচলিত পক্ষীমাতৃকা যেহেতু উড়ানের আবহ রচনা করেন, সেজন্য তিনি স্থানান্তরে গমন, মহানিষ্ক্রমণ এবং অধোঃজগত থেকে উর্ধ্বে মহাপ্রস্থানের পরিমণ্ডলের স্রষ্টা, সেজন্য এই পক্ষীমাতৃকা মোক্ষ ও কৈবল্যর আদিম প্রতীক হতে পারেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে উদ্যমী সম্মেলন মেলা ২০২৫ এর উদবোধন

কলকাতা, ২৮ জুন, ২০২৫

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও শ্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল আজ কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে উদ্যমী সম্মেলন মেলা ২০২৫ এর উদবোধন করেছেন। ভারত সরকারের আরো বেশি সংখ্যক উদ্যোগী তৈরি করা, 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' সহজতর করা, এবং অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ বাস্তুতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে। লঘু উদ্যোগ ভারতী আয়োজিত এই সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলের নীতি প্রণয়নকারী, আইন বিশেষজ্ঞ, শিল্পের শরিক এবং উদ্যোগীরা শিল্পক্ষেত্র পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও পরিকাঠামোর প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনার জন্যে এখানে একত্রিত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণে,শ্রী বৈষ্ণব বলেন, রেল ব্যবস্থার উন্নতি যে কোন অর্থনীতির উন্নয়নের প্রাথমিক চাহিদা। বর্তমান সরকার সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দের লক্ষ্যে রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে রেলের বাজেট বরাদ্দ ২.৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। পূর্বতন সরকারের আমলে রেলের বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৪-২৫ হাজার কোটি টাকা। গত ১১ বছরে প্রায় ৩৫ হাজার কিমি রেল লাইন পাতা হয়েছে। এক ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষেই পাতা হয়েছে ৫৩০০কিমি রেলওয়ে লাইন। ১৪০০ লোকোমোটিভ ও ৩৫০০০ ওয়াগন প্রতি বছর ভারতের রেল ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নতি প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী বলেন, নিউ জলপাইগুড়ি- কলকাতা রেল করিডরকে বিশ্বমানের করে গড়ে তোলা হবে। গতিশক্তি কার্গো টার্মিনাল, নতুন রেল লাইন প্রভৃতির মাষ্টার প্ল্যানও বানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ' চিকেন নেক' অংশ,যেখানে এখন মাত্র দুটি লাইন আছে, খুব শীঘ্রই সেখানে চার লাইনের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হবে।সেবক-শিলিগুড়ি-নিউ মাল জংশনও মূল করিডোরের সঙ্গে যুক্ত হবে। তিনি আরো বলেন, আগে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে রেলের বাজেট থাকতো ৩০০০ কোটি টাকার, বর্তমান সরকারের আমলে তা বেড়ে হয়েছে ১৪০০০ কোটি টাকা। রেলে এই বিপুল বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গকে বৃদ্ধির সড়কে স্থাপন করবে।

শ্রী বৈষ্ণব সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও প্রযুক্তিগত অবদানের মাধ্যমে শিল্প ও জ্ঞানের শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হবার ভারতের ঐতিহাসিক ভূমিকার ওপরেও জোর দেন। তিনি ভারতের প্রাচীন সংখ্যা পদ্ধতিকে ইউরোপীয় নবজাগরণের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। মন্ত্রী বলেন ঔপনিবেশিক লুঠ এবং স্বাধীনোত্তরকালের পারমিট রাজ দেশের শিল্পক্ষেত্রের বদ্ধ অবস্থার জন্যে দায়ী।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক মানসিকতা ত্যাগ করার ওপরে জোর দিয়ে তিনি জানান, সরকার ব্যবসার জন্যে সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১২৩ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাতে আপনাদের স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই। আপনারা সবাই এই সময় যোগের শক্তি এবং 'অন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস'-এর স্মৃতিতে পূর্ণ হয়ে রয়েছেন। এইবারও ২১ জুন দেশ ও বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষ 'অন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস'-এর উদযাপনে অংশ নিয়েছেন। আপনাদের মনে থাকবে, দশ বছর আগে এটা শুরু হয়েছিল। এখন দশ বছরে এই প্রক্রিয়া প্রত্যেক বছর আগের থেকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠছে। এটা এই ব্যাপারেরও ঈঙ্গিত যে আরও বেশি-বেশি মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে যোগকে গ্রহণ করছেন। আমরা এবার 'যোগ দিবস'-এর কতই না আকর্ষণীয় ছবি দেখেছি। বিশাখাপত্তনমের সমুদ্রতটে তিন লক্ষ মানুষ একসঙ্গে যোগাভ্যাস করেছেন। বিশাখাপত্তনম থেকেই আরও এক অদ্ভূত দৃশ্য সামনে এসেছে, দু' হাজারেরও বেশি আদিবাসী শিক্ষার্থী ১০৮ মিনিট ধরে ১০৮ বার সূর্য নমস্কার করেছে। ভেবে দেখুন, কতটা অনুশাসন আর কতটা সমর্পণ মিশে ছিল এর সঙ্গে। আমাদের নৌবাহিনীর জাহাজেও যোগাভ্যাসের চমৎকার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। তেলেঙ্গানায় তিন হাজার দিব্যাঙ্গ সাথী একসঙ্গে যোগ শিবিরে অংশ নেয়। তাঁরা দেখিয়েছেন যে যোগ কীভাবে সশক্তিকরণের মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারে। দিল্লীর মানুষ যোগকে স্বচ্ছ যমুনা তৈরির সঙ্কল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং যমুনার তীরে গিয়ে যোগাভ্যাস করেছেন। জম্মু-কাশ্মীরে চেনাব সেতু যা পৃথিবীর সবথেকে উঁচু

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১২৩ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

রেলসেতু, সেখানেও মানুষ যোগাভ্যাস করেছেন। হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখর সেখানেও আই-টি-বি-পি-র জওয়ানদের যোগাভ্যাস দেখা গিয়েছে, সাহস আর সাধনা চলেছে একসঙ্গে। গুজরাতের মানুষও এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। ভডনগরে দু হাজার একশো একুশ জন মানুষ একসঙ্গে ভুজঙ্গাসন করেছেন এবং নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, টোকিও, প্যারিস – দুনিয়ার সব বড় শহর থেকে যোগাভ্যাসের ছবি এসেছে আর প্রত্যেকটি ছবিতে একটি বৈশিষ্ট ছিল– শান্তি, স্থিরতা আর ভারসাম্য। এবারের থীমও খুব বিশিষ্ট ছিল – যোগা ফর ওয়ান আর্থ, ওয়ান হেলথ অর্থাৎ 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য'। এটা কেবল একটা স্লোগান নয়, এ একটা অভিমুখ যা আমাদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর অনুভব এনে দেয়। আমার বিশ্বাস, এবারের যোগ দিবসের জাঁকজমক আরও বেশি-বেশি মানুষকে যোগকে গ্রহণ করার জন্য নিশ্চিতভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, যখন কেউ তীর্থযাত্রায় বেরোন, তখন একটাই ভাবনা আসে মনের মধ্যে, "চলো, ডাক এসেছে"। এই ভাবনাই আমাদের ধার্মিক যাত্রার আত্মাস্বরূপ। এইসব যাত্রা শরীরের অনুশাসনের, মনের শুদ্ধির, পারস্পরিক প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যম। এগুলো ছাড়া, এইসব যাত্রার আরও একটা বড় দিক আছে। এইসব ধার্মিক যাত্রা সেবার সুযোগের এক মহা-অনুষ্ঠানও বটে। যখন কোনও একটা যাত্রা হয় তখন যত মানুষ যাত্রায় বেরোন তখন তার থেকে বেশি মানুষ তীর্থযাত্রীদের সেবার কাজে যুক্ত হন। বিভিন্ন জায়গায় ভাণ্ডারা আর লঙ্গর স্থাপিত হয়। মানুষ রাস্তার পাশে জলসত্র খোলেন। সেবার ভাবনা থেকেই মেডিকেল ক্যাম্প এবং নানারকম সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। কত মানুষ নিজের খরচে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা আর থাকার ব্যবস্থা করেন।

বন্ধুরা, দীর্ঘ সময়ের পর আবার কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার শুভারম্ভ হয়েছে। কৈলাস মানস সরোবর, অর্থাৎ ভগবান শিবের ভূমি। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন প্রতিটি পরম্পরাতেই কৈলাসকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির কেন্দ্র রূপে মানা হয়েছে। বন্ধুরা, তেসরা জুলাই থেকে পবিত্র অমরনাথ যাত্রা শুরু হতে চলেছে এবং শ্রাবণের পবিত্র মাস আসতেও আর অল্প কিছুদিনই বাকি। কয়েকদিন আগে আমরা ভগবান জগন্নাথজীর রথযাত্রাও দেখেছি। ওড়িশা, গুজরাত হোক কিংবা দেশের যে কোনো প্রান্ত - লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই যাত্রায় শামিল হন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম - এই যাত্রাগুলি "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত" ভাবনার প্রতিবিম্ব। আমরা যখন শ্রদ্ধার সঙ্গে, সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে এবং সকল অনুশাসন মেনে আমাদের ধর্মীয় যাত্রা সম্পন্ন করি তখন তার ফলও পাওয়া যায়। আমি যাত্রায় অংশ নেওয়া সকল সৌভাগ্যশালী ভক্তদের আমার শুভকামনা জানাই। যে সকল মানুষ সেবার ভাবনা থেকে এই যাত্রাগুলিকে সফল ও সুরক্ষিত করায় যুক্ত আছেন তাদেরও আমি অভিনন্দন জানাই।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এবারে আপনাদের আমি দেশের এমন দুটি কৃতিত্ব অর্জনের বিষয়ে বলতে চাই যা আপনাদের গর্বে ভরিয়ে তুলবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সাফল্যগুলির বিষয়ে আলোচনা করছে। WHO অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ILO অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন দেশের এই সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। প্রথম কৃতিত্বটি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। আপনাদের মধ্যে অনেকেই চোখের একটি অসুখের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন - ট্রাকোমা (Trachoma)। এই রোগটি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয়। একটা সময় দেশের বহু অংশে এই রোগের যথেষ্ট প্রকোপ ছিল। গুরুত্ব না দিলে এই রোগে ধীরে ধীরে দৃষ্টিও চলে যেতে পারত। আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম যে ট্রাকোমাকে নির্মূল করব। আপনাদের এ কথা জানাতে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ WHO ভারতকে "ট্রাকোমা ফ্রি" ঘোষণা করেছে। ভারত এখন ট্রাকোমা মুক্ত দেশ হয়ে উঠেছে। এটা সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিশ্রমের ফল যারা নিরন্তর, ক্লান্তিবিহীন ভাবে এই রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন। এই সাফল্য আমাদের হেলথ ওয়ার্কার্সদের। এই রোগ দূর করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ভারত অভিযানও বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। জল জীবন মিশনেরও এই সাফল্যে বড় অবদান রয়েছে। আজ ঘরে ঘরে নল বাহিত পরিষ্কার জল পৌঁছে যাওয়ায় এ ধরনের রোগগুলির বিপদ

ক্রমশঃ

(৫ পাতার পর)

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে উদ্যমী সম্মেলন মেলা ২০২৫ এর উদবোধন

বিধিনিয়ম সরল করার ওপর জোর দিচ্ছেন। জাপানে রেলব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপের ঘটনার উদাহরণ দিয়ে রেলমন্ত্রী অর্থনীতির উন্নয়নে রেলের ভূমিকার কথা বলেন। তিনি গত ১১ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল পরিকাঠামো প্রসারণের কথা জানিয়ে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের আগামী রেল প্রকল্পগুলি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি এমএসএমই ক্ষেত্রটিকেও সহায়তা করবে।

আইন ও বিচার দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল তাঁর ভাষণে ইন্ডাষ্ট্রি ৪.০-এর কথা বলেন। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কার স্টিম ইঞ্জিন বা বিদ্যুৎ আবিষ্কার এবং কম্পিউটার উদ্ভাবনের সঙ্গে তুলনীয়। এ আই কে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ দুইই হিসেবে বর্ণনা করে তিনি জানান দ্রুত প্রসরমান ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধার্থে সরকার ১৯৬১ র আই টি আইনকে সরলতর করার চেষ্টা করছেন। শ্রী মেঘাওয়াল আরো জানান যে, শিলিগুড়িতে কলকাতা হাই কোর্টের স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেখা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের শ্রী শুভ্রাংশু শেখর আচার্য, পদ্মশ্রী শ্রী সজ্জন ভজংকা এবং শ্রী প্রকাশ চন্দ্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯৪ সালে স্থাপিত লঘু উদ্যোগ ভারতী অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহায়তার লক্ষ্যে স্থাপিত জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান। এই উদ্যমী সম্মেলন মেলা চলবে দুদিন ধরে।

সিনেমার খবর

শাহরুখের 'কিং' সিনেমায় থাকছে শিরানের গান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের আসন্ন অ্যাকশনধর্মী সিনেমা 'কিং' ঘিরে দর্শকদের কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছে। এই উত্তেজনা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। এর মধ্যে নতুন করে গুঞ্জন উঠেছে—এই ছবির জন্য গান রেকর্ড করেছেন ব্রিটিশ পপ তারকা এড শিরান।

সম্প্রতি এড শিরানের একটি ইনস্টাগ্রাম মন্তব্যের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়। সেখানে এক ভক্ত জানতে চান, তিনি কার জন্য হিন্দি গান গেয়েছেন? উত্তরে শিরান বলেন, "হিন্দি গানটা শাহরুখের একটা বলিউড ছবির জন্য ছিল। এটা অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে 'স্যাফায়ার' গানের মতো।"

জানা গেছে, এড শিরানের আসন্ন অ্যালবাম 'প্লে'-এর 'স্যাফায়ার' ট্র্যাকে অরিজিৎ সিং কিছু পাঞ্জাবি লাইন গেয়েছেন। যদিও এড সরাসরি 'কিং' সিনেমার নাম উল্লেখ করেননি, তবে নেটিজেনদের ধারণা—তিনি পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের এই ছবির কথাই বলেছেন। কারণ শাহরুখের পরবর্তী ছবি 'কিং' নিয়েই এখন আলোচনা তুঙ্গে।

আরও একটি বিষয় এই ছবি ঘিরে দর্শকের আগ্রহ বাড়িয়েছে। গুঞ্জন রয়েছে, শাহরুখের মেয়ে সুহানা খান এই ছবিতে একটি বড় চরিত্রে অভিনয় করছেন। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, এড শিরান ও অরিজিৎ সিংয়ের গাওয়া গান হয়তো সুহানার প্রথম বড় পর্দার ছবির গান হতে পারে।

উল্লেখ্য, এর আগে শাহরুখ খান 'রাওয়ান' (২০১১) ছবিতে আমেরিকান হিপ-হপ তারকা একনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই ছবির 'ছম্মক ছল্লো' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

ফের আলোচনায় রাধিকা আপ্তে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বরাবরই সাহসী ও ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত রাধিকা আপ্তে। শরীর ও চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে কোনো ভয় নেই বলে আগেও প্রকাশ্যে জানিয়েছেন তিনি। নতুন চলচ্চিত্র 'সিস্টার মিডনাইট'-এর মাধ্যমে ফের আলোচনায় এসেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী।

ব্রিটিশ নির্মাতা করণ কান্ধারি পরিচালিত এ ছবিতে রাধিকা 'উমা' চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সম্বন্ধ করে তার বিয়ে হয়, তবে সে দাম্পত্য জীবন নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করে উমার মধ্যে। এই চরিত্রের প্রয়োজনে বেশ কয়েকটি অন্তরঙ্গ ও খোলামেলা দৃশ্যে দেখা গেছে রাধিকাকে।

'সিস্টার মিডনাইট' ৩০ মে ভারতে মুক্তি পেলেও ছবিটি আলোচনায় এসেছে সম্প্রতি, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'টুবি'তে আসার পর। ওটিটিতে মুক্তির পর থেকে দর্শকমহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ প্রশংসা করছেন রাধিকাকে, আবার কেউ সমালোচনা করছেন অন্তরঙ্গ দৃশ্যের জন্য।

তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও 'পার্চড' ও 'ম্যাডলি' ছবিতে সাহসী দৃশ্যের জন্য আলোচিত হন রাধিকা। বিশেষ করে বিদেশি উৎসবের জন্য নির্মিত 'ম্যাডলি' সিনেমার একটি নিরাভরণ দৃশ্য অনলাইনে ফাঁস হওয়ার পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। পরে নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সেই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে এক সাক্ষাৎকারে রাধিকা জানান, দৃশ্যটি ফাঁসের পর এতটাই বিব্রত হয়েছিলেন যে, কিছুদিন বাইরে যেতেও ভয় পেয়েছিলেন।

সম্প্রতি 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাধিকা বলেন, মাতৃত্বকালীন বিরতি শেষে শিগগিরই নতুন কাজে ফিরছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে তিনি প্রথমবারের মতো মা হন।

Dev-Subhasree: '১২ বছর পর...', কী বলতে চাইলেন দেব-শুভশ্রী?

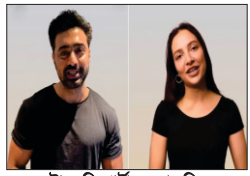

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে সব জটিলতা কাটিয়ে সিলভার স্ক্রিনে মুক্তির অপেক্ষায় কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু প্রতিক্ষীত ছবি ধূমকেতু। ভক্তরা তাঁদের ভালোবাসার সেই জুটি দেব-শুভশ্রীকে ফের পর্দায় দেখার জন্য রয়েছেন অধীর অপেক্ষায়।

মাঝে প্রায় ১০টা বছর কেটে গিয়েছে। এর মাঝে একসঙ্গে কোনও কাজ করেননি দেব-শুভশ্রী। একসময় তাঁদের রোম্যান্স ছিল টলিপাড়ার ওপেন সিক্রেট। ২০১৫-এর অক্টোবর মাসে শ্যুটিং শুরু হয়েছিল দেব-শুভশ্রী অভিনীত, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ছবিটির। প্রেমভাঙার পরেই আসলে 'ধূমকেতু'-তে কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন তাঁরা। যার অন্যতম কারণ ছিল এর গল্প। তবে নানা জটিলতায় তা আর তখন মুক্তি পায়নি।

দেব এই ছবির মুক্তির দিন ঘোষণা করেন সম্প্রতি। একইসঙ্গে সেই খবর দেন ছবির আরও এক প্রযোজক রানা সরকার ও পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। ১৪ আগস্ট ছবি মুক্তির দিন হিসাবে ঘোষিত হয়। এদিন বড়সড় চমক দিলেন নিজের অনুরাগীদের দেব-শুভশ্রী জুটি। সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের আগামী ছবি নিয়ে ভক্তদের উদ্দেশ্যে বড় বার্তা দিলেন তাঁরা। সেই ভিডিওতে তাঁদের দেখা গেলেও তা যে আলাদা আলাদাভাবে ক্যামেরাবন্দি হয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে। সেখানেই তাঁদের বলতে শোনা যাচ্ছে "বারো বছর পর আমরা আবার একসঙ্গে। সমস্ত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আপনাদের কাছের সিনেমাহলে মুক্তি পাচ্ছে 'ধূমকেতু'। 'ধূমকেতু' আসছে বড়পর্দায়। অবশেষে এই ১৪ আগস্ট। দেখা হচ্ছে সবার সঙ্গে বড়পর্দায়। আমাদের ছবি 'ধূমকেতু।" এই পোস্টের পর তার কমেন্টবক্সে উপচে পড়েছে নেটিজেনদের নানা মন্তব্য।

পাঁচ ঘণ্টার নাটকীয় ম্যাচে বেনফিকার বিদায় ঘণ্টা বাজালো চেলসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিরল এক ম্যাচের সাক্ষী হলো ফুটবলপ্রেমীরা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার (২৮ মার্চ) রাতে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চেলসি-বেনফিকার শেষ ষোলোর ম্যাচে। কারণ ম্যাচটি শেষ হতে লেগেছে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। ইতিহাসে বিরল এমন ম্যাচে দীর্ঘ নাটকীয়তায় পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইংলিশ জায়ান্ট চেলসি।

যুক্তরাষ্ট্রের শার্লটে ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচটিতে দীর্ঘ সময় লাগার কারণ ঝড় ও বজ্রপাত। বজ্রপাত, খেলা স্থগিত, অতিরিক্ত সময়ের উত্তেজনা আর গোলের বন্যা- সব মিলিয়ে এই ম্যাচ যেন ছিল এক ফুটবল থ্রিলার। যুক্তরাষ্ট্রের শার্লট শহরে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি শুরু হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। তবে খেলা শুরু হওয়ার মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় বজ্রপাতের সতর্কতায় ম্যাচ স্থগিত ঘোষণা করা হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষার পর মাঠে ফেরে দুই দল। তবে এমন দীর্ঘ বিরতির পরও ম্যাচে উত্তেজনার ঘাটতি ছিল না একটুও।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬৪ মিনিটে চেলসির রিচ জেমস ফ্রি-কিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপরই ম্যাচে ফিরে আসে সেই পুরনো উত্তেজনা। নির্ধারিত সময়ের যোগ করা সময়ে ৯০+৫ মিনিটে বেনফিকার হয়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেন অভিজ্ঞ এঞ্জেল ডি মারিয়া। ফলে ১-১ গোলে সমতা নিয়েই ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।অতিরিক্ত সময়েই আসে ম্যাচের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। বেনফিকার তরুণ খেলোয়াড় প্রেস্টিয়ান্নি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে সংখ্যাগত সুবিধা পায় চেলসি। এরপর একের পর এক আক্রমণে বিধ্বস্ত করে প্রতিপক্ষকে। ১০৮ মিনিটে নিকুংকু, ১১৪ মিনিটে পেদ্রো নেটো এবং ১১৭ মিনিটে ডিউসবারি-হল গোল করে চেলসির জয় নিশ্চিত করেন।

ম্যাচ শেষে চেলসির কোচ এনজো মারোস্কা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করে খেলতে নামা কোনোভাবেই পেশাদার ফুটবলের অভিজ্ঞতা হতে পারে না। এটা ফুটবল নয়। তিনি আরও বলেন, খেলোয়াড়দের এমন পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা ভীষণ কঠিন। এই জয়ের মাধ্যমে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে চেলসি। পরের ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে ব্রাজিলের শক্তিশালী ক্লাব পামেইরাসের বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য সুখবর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিমান ভেঙ্গে ঈশ্বর এবারে মুখ তুলে চাইলেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ইংল্যান্ডের লর্ডসে আসা জয় বড় ভূমিকা রেখেছে। আইসিসির টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে তাতেই একধাপ ওপরে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর ইংল্যান্ডকেও নিচে নামিয়ে দিয়েছে টেম্বা বাভুমার দল।

তবে, এই তালিকায় শীর্ষে প্যাট কামিন্সের দল। টেস্টে প্রোটিয়ারা এখন সেরা দুই নম্বর দল। টেম্বা বাভুমার দলের রেটিং ১১৪। এক রেটিং কম থাকা ইংল্যান্ড ১১৩ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে।

দীর্ঘ শিরোপা খরা কাটানো দক্ষিণ আফ্রিকা কদিন আগে অজিদের ৫ উইকেটে হারিয়েছে। তাতেই সাদা পোশাকের শ্রেষ্ঠত্বের দণ্ড তাদের হাতে উঠেছে। ওই জয়ের পর মোটা অংকের টাকাও ঢুকেছে তাদের পকেটে। এবার আইসিসি র‍্যাংকিংয়েও পেয়েছে সুখবর।

প্রসঙ্গত, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের রানারআপ অস্ট্রেলিয়া ১২৩ রেটিং নিয়ে শীর্ষে। ৬২ রেটিং নিয়ে নয় নম্বরে বাংলাদেশ। বাকিদের কারও অবস্থান বা রেটিংয়ে পরিবর্তন আসেনি।

সিঙ্গাপুরে আর্চারি এশিয়া কাপ ২০২৫-এ রুপো জয় বাংলার ছেলে জুয়েলের, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত এশিয়া কাপ স্টেজ ২-তে রিকার্ভ টিম ইভেন্টে রুপো জিতল ভারতীয় দল। দলের অন্যতম সদস্য হলেন বাংলার জুয়েল সরকার। সমাজ মাধ্যমে জুয়েলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুয়েলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লেখেন, "জুয়েল সরকারের এই সাফল্যের জন্য তাঁকে এবং তাঁর পরিবার ও প্রশিক্ষকদেরও আমি অভিনন্দন জানাই।"

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে ৭০ মিটার রিকার্ভে সোনা জিতেছিলেন মালদহের জুয়েল সরকার। জুয়েল, ঝাড়গ্রামের রাজ্য সরকারের আর্চারি অ্যাকাডেমির ছাত্র। বাংলার এই তিরন্দাজকে ঘিরে ইতিমধ্যেই আশায় বুক বাঁধছে রাজ্যের ক্রীড়ামহল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR